প্রথম আলো

তারিখ ... 16 JUN 2010
পৃষ্ঠা ৫ ... কলাম ৩

সংবাদ সম্মেলনে দাবি

প্রাথমিক ও গণশিক্ষায় বাজেটের ৬০ শতাংশ বরাদ্দ দেওয়া উচিত

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

শিক্ষা খাতে জিডিপির ছয় শতাংশ বরাদ্দ দেওয়ার কথা বলেছিল সরকার। তবে প্রস্তাবিত বাজেটে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে মাত্র ২ দশমিক ৪ শতাংশ। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা খাতে শিক্ষা বাজেটের ৬০ শতাংশ বরাদ্দ দেওয়া প্রয়োজন। তবে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ৪৫ শতাংশ।

গতকাল মঙ্গলবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে ৪১টি সংগঠনের নাগরিক জোট 'আমার অধিকার ক্যাম্পেইন এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেছে।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, দক্ষিণ এশীয় বিশেষজ্ঞদের সম্মেলনে জিডিপির ছয় শতাংশ শিক্ষা খাতে বরাদ্দের অঙ্গীকার করেছিল সরকার। তবে প্রস্তাবিত বাজেটে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে মাত্র ২ দশমিক ৪ শতাংশ। বাজেটে অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন-ব্যয় মিলিয়ে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ১৭ হাজার ৯৫৯ কোটি টাকা। এর মধ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জন্য আট হাজার ৭৩ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

লিখিত বক্তব্যে আরও বলা হয়, ১৯৯৮ সাল থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত প্রতিবছর ১ দশমিক ৪ শতাংশ করে ভর্তির হার বেড়েছে। এর পর থেকে এই হার বাড়েনি। বাসা থেকে বিদ্যালয়ের দূরত্ব বেশি হওয়ার কারণে ২০০৮ সালে পাঁচ শতাংশ শিশু বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়নি।

বক্তব্যে বলা হয়, প্রতিটি গ্রামে অন্তত একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, শিক্ষার মান নিশ্চিত করা এবং প্রতি ৩০ জন শিক্ষার্থীর জন্য একজন শিক্ষকের ব্যবস্থা করতে হবে।

সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা বলেন, স্বাধীনতার পর থেকে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা খুব বেশি বাড়েনি। একই সময়ে বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা বেড়েছে এর পাঁচ গুণ। তার পরও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়েই বেশির ভাগ শিশু প্রাথমিক শিক্ষা নেয়। তাঁরা বলেন, বর্তমানে প্রায় ৯২ শতাংশ শিশু প্রাথমিক শিক্ষা নিচ্ছে। পাঁচ শতাংশ শিশু সব সময়ই প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থাকে।

সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষকনেতা কাজী ফারুক আহমেদ, নিলুফার বানু ও ন্যাশনাল ক্যাম্পেইনের ম্যানেজার শামীম ইফতেখার বক্তব্য দেন।